সেতারা হাসেমকে ধন্যবাদ

নুরুল্লাহ্ মাসুম

“বিষয়টি বোধগম্য নয়” শিরোনামে লেখাটির জন্য সেতারা হাসেমকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা, শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আমি “হিসাব মিলেছে উত্তরও পেয়েছি” শিরোনামে যে ধারাবাহিক লেখা ভিন্নমত, সদালাপ ও বাংলা আমার-এ পাঠাচ্ছি তাতে যে কথা দিগন্ত ও তার সহযোগীদের বুঝাতে চেয়েছি, তা তারা বুঝতে না পারার ভান করে আছেন; উপরন্তু আমাকে ইসলামিষ্টদের দলে ফেলে দিয়ে বিভিন্ন নামে অকথ্য ভাষায় গালাগাল করে যাচেছন। সেতারা হাসেমের লেখাটা আমার লেখার উদ্দেশ্য তাদের কাছে পরিস্কার করে দেবে বলে আশা করি। আমার এ আশাটাও বোধ করি অতিরিক্ত হয়ে যাচেছ, কেননা তারা তা বুঝবেন না কোনদিনই। প্রসঙ্গত বলতে হচেছ আমাদের দেশের দুধে ধোয়া কর্তাব্যক্তিরা যেমন ব্যাংকক বা দুবাই আসেন শরীরটাকে “হালকা-ঝরঝরা” করতে তেমনি কলকাতার সংস্কৃতমনা দাদারা ঢাকায় আসেন “প্রকৃত বাংলাদেশী স্বাদ” নিতে। রুদ্র বা উন্মাদ বা অন্যদের মত কথাগুলো সরাসরি বলতে পারলাম না বলে দুঃখিত। আশাকরি পাঠক আমার “রূপক” শব্দগুলির অর্থ বুঝবেন। ছোট বেলায় শুনেছিলাম দেবতার কাজ বলে যেটা “কৃষ্ণলীলা” আর যদু-মদু করে বলে সেটা “অসামাজিক কাজ”। আসলে মুক্তবিশ্বের লোকজনতো দেবতুল্য, ওরা শতাধিক মেয়েকে উলঙ্গ করে আনন্দ করলে সেটা খারাপ হবে কেন? ওটাতো “কৃষ্ণলীলা”। কলকাতার দাদারা ঢাকায় এসে বাঙালীত্বের স্বাদ নিলে দোষ নেই, ওরাওতো “দাদা”।

কথা বাড়িয়ে লাভ নেই, যে জন্য আজকে লিখতে বসা, আমি সেতারা হাসেমকে ধন্যবাদ জানাই, তিনি আমার লেখার রাস্তাটা পরিস্কার করে দিয়েছেন, বিশেষত কয়েকটা উদাহরণ দিয়ে।

গুটিকয়েক মানুষের জন্য গোটা বাঙালী মুসলিম সমাজকে যেভাবে দিগন্ত গালাগাল করে যাচেছন এবং তার সমর্থনে যেভাবে অন্যরা(?) লিখে যাচেছন তাতে করে “শালিশী মানি, তালগাছ আমার” এ প্রবাদটিই বারবার মনে পড়ে। তাদের লেখায় গালাগালের মাত্রা কিন্তু কমছে না, বরং এক রকম চ্যালেঞ্জ করেই তারা লিখে যাচেছন। বাংলা ভাষায় সংস্কৃত মিশলে দোষ নেই, কিন্তু আরবী-ফারসি মিশলেই ভাষার জাত যায়। তাদের অবগতির জন্য বলছি সাম্প্রতিক কালে বৃটেনের ডিকশনারীগুলোতে “পন্ডিত, গুরু”সহ বহু হিন্দি শব্দ সংযোজন করে তারাও তাদের ভাষার জাত মেরেছে(?), কারন তারা জানে এজাতীয় শব্দ এখন বৃটেনে বহুল প্রচলিত।

সবাই ভাল থাকুন।

নুরুল্লাহ্ মাসুম
১৩-১০-২০০৩